বর্তমান ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্রশিবিরের রাজনীতি?

দুই বন্ধু, কোনমতে ম্যাট্রিক পাশ, তবে একজন ইন্টারমিডিয়েট দিয়ে ফেল করেছে আর অন্য জন ইন্টারমিডিয়েট ড্রপ দিয়েছে। দুই বন্ধু একই চাকুরীর জন্য ইন্টারভিউ দেওয়ার পর, ইন্টারমিডিয়েট ফেল করা বন্ধু চাকুরী পেলে, ম্যাট্রিক পাশ বন্ধু, চাকুরীদাতাকে প্রশ্ন করল, "স্যার, চেষ্টা করলে কি আমি ইন্টারমিডিয়েট'টা ফেল করতে পারতাম না"? অকাট্য যুক্তি!

বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতি নিয়ে কথা হচ্ছিল ছোট ভাই রানা'র সাথে। ও নতুন অস্ট্রেলিয়া'য় এসেছে এবং দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে আমাদের অনেকের মতই চিন্তা করে, প্রায়ই ফোন করে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করে, বিভিন্ন বিষয়ে। রানা বলছিল, এক্ সময় বি এন পি সমর্থন করতাম, কিন্তু গত টার্মে বি এন পি'র কর্মকান্ডে অতিস্ঠ হয়ে আওয়ামি লীগ'কে ভোট দিয়েছিলাম । এখন দেখছি ছাত্রলীগ আরো বেশী একই ধরনের খারাপ কাজ করছে! আমিও রানা'র মতামতের সাথে সম্পূর্ন একমত হয়ে রানা'কে উপরের গল্পটা বললাম। গল্পটা'র মূল বক্তব্য হচ্ছে, দুই বন্ধুর মত, আমাদের দেশের প্রধান দুই দলের ছাত্র সংগঠনের মধ্যে, শুধু মাত্র খারাপ ব্যাপারেই তূলনা বা কম্পিটিশন চলে আসছে ।

সত্যিই দুঃখের বিষয় হল, আমাদের দেশের ভাষা আন্দোলন, গনঅভ্যূথান'এ নেতৃত্বদান কারী ছাত্র রাজনীতি আজ এমন এক ঘৃন্য পর্যায়ে পৌচেছে, যা ৮০'র দশকেও অকল্পনীয় ছিল!

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দানকারী কতিপয় ছাত্রনেতার, এরশাদের পতনের পরপরই বিভিন্ন ব্যাবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কাছে চাঁদাবাজির কাহিনী কিংবদন্তীতূল্য! পরবর্তীকালে সেই সব চাঁদাবাজ ছাত্রনেতাদের রাজনৈতিক ও আর্থনৈতিক সাফল্য, পরবর্তী প্রজন্মের ছাত্রনেতাদের কাছে আদ্বর্শ(!) হয়ে দেখা দেয়! তাই আমরা দেখতে পাই, এরশাদ পতনের মধ্য দিয়ে গনতন্ত্রের জয় হলেও, একই সাথে ছাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রে মারাত্ত্বক নৈতিক অধঃপতন ও গুনগত অবনতি হয়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ছাত্র রাজনীতি'র প্রধান দুই ছাত্র সংগঠনের তথাকথিত নেতৃত্বর, এখন চাঁদাবাজি ছাড়া, আর কোন উদ্দেশ্য'ই নেই। এই জন্য ছাত্র নেতৃত্বের চেয়ে জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অনেক বেশী দায়ী। তার কারন আমরা দেখতে পাই যেমন আওয়ামী লীগ আমলে ছাত্রদল বা বি এন পি আমলে ছাত্রলীগ, পুলিশের ভয়ে একেবারে ভদ্র হয়ে যায়, চাঁদাবাজির নামও মুখে নেয় না! তাই সরকার চাইলেই তাদের ছাত্রসংগঠন কে নিয়ন্ত্রন করা, মোটেই কঠিন কোন কাজ নয়। শুধু চাই, সরকারের স্বদিচ্ছা।

এই প্রসংগে আমি একসময়ের অন্য দুই প্রধান ছাত্র সংগঠন, ছাত্র ইউনিয়ন, জাসদ ছাত্রলীগ ও জামাতের ছাত্রসংগঠন ছাত্রশিবিরের কথা একটু উল্লেখ করতে চাই। ছাত্র ইউনিয়ন ও জাসদ ছাত্রলীগ অবস্থা, এক্ সময়ের প্রমত্তা পদ্মা'র সাথেই তূলনীয়। বর্তমানে মূলত প্রধান কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই এদের কার্যক্রম সীমিত। ছাত্র শিবিরের কথা অবশ্য ভিন্ন এবং এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন আছে এবং করাও হবে।

গত ১৬ মাস, ছাত্রলীগ এর কর্মকান্ডে, আওয়ামী লীগের সব ভাল কাজ চাপা পড়ে গিয়েছে। এক সময়ের ডাকসু ভিপি, অগ্নিকন্যা বলে খ্যাত মতিয়া চৌধুরী'র ভাষায় "এখনকার ছাত্রনেতারা দল ক্ষমতা'য় থাকলে বাঘ, আর বিরোধী দলে গেলে বিড়াল"। ছাত্রলীগের এই সব চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ভর্তিবানিজ্য ও ছাত্রাবাস দখল এর প্রতিক্রিয়া যে কতটা খারাপ এবং সূদুরপ্রসারী তা নিয়ে কিছুটা 'ইনডেপথ' আলোচনা করা জরুরী বলে আমি মনে করি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুখে যতই বলুন না কেন যে, ছাত্রলীগের সাথে আওয়ামী লীগের কোন সাংগঠনিক সম্পর্ক নাই, কিন্তু দেশের সাধারন জনগন জানে এটা শুধু কথার কথা। ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগের'ই ছাত্র সংগঠন। স্বাধীনতার আগে, বিশেষ করে, ৬০ এর দশকে ছাত্রলীগ ছিল, আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বড় "এ্যসেট" আর এখন সবচেয়ে বড় "লায়াবিলিটি"! ক্ষমতাসীন দলকে দ্রুততম সময়ে সাধারন জনগনের কাছে অসহ্য করে তোলা'র ব্যাপারে ছাত্রলীগ, অতীতের সকল রেকর্ড ভংগ করেছে।

সম্প্রতি বি এন পি'র একজন মন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন যে, "ছাত্রলীগ থাকতে আমাদের কোন চিন্তা নাই,আওয়ামী লীগ'কে ক্ষমতা থেকে নামানোর জন্য ছাত্রলীগ' ই যথেষ্ট"! শুনতে মজা হলেও, বক্তব্যটি যে কতটা সঠিক তা বাংলাদেশের ইতিহাসের দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়। বংগবন্ধু সরকারের জনপ্রিয়তা নষ্ট হওয়ার পেছনে যে কয়টি প্রধান কারন তার মধ্যে ততকালীন ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক শফিউল আলম প্রধান (৭০ দশকের শেষার্ধে সাধারন ক্ষমার কারনে মুক্ত হবার পরে, প্রথমে জাগপা সভাপতি এবং পরে বি এন পি থেকে নির্বাচিত সাংসদ) এর নেতৃত্ব, মহসীন হলের টি ভি রুমের সামনে যুবলীগের নেতা কহিনুর সহ সাতজন ছাত্রকে ব্রাস ফায়ার করে হত্যা করার ঘটনাও উল্লেখ যোগ্য। একই সাথে ততকালীন যুবলীগের সন্ত্রাসও অন্যতম কারন হিসাবে ধরা হয়।

এলিফেন্ট রোড এর বাসা থেকে, ভোররাতে গোলাগুলি শুনার ফলে, পরদিন সকালে হত্যাকান্ডের মাত্র কয়েক ঘন্টা পরেই ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুলের আরও অনেক ছাত্রের সাথে আমিও মহসীন হলে যাই, এবং প্রতক্ষ করি সাধারন মানুষের চরম বিরূপ প্রতিক্রিয়া। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বরিশাল পলিটেকনিক এ ছাত্রলীগের তান্ডব এবং তার বহুল প্রচারিত 'ভি ডী ও' দেখার ফলে, সাধারন মানুষের মনে একই রকম চরম বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্রলীগের এই ধরনের তান্ডব, কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের নৃশংসতাকে চাপা দিয়ে দেয়!

যখন সাধারন মানুষ (বিশেষত যাদের জন্ম ৭১ এর পর), দেখতে পায়, ছাত্রলীগ'এর চাঁদাবাজ নেতারা টেন্ডারবাজি,ভর্তিবানিজ্য ও ছাত্রাবাস দখল এর সাথে সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র কথা বলে, তখন সাধারন মানুষের মনে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বা পক্ষের শক্তি'র সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। 'মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' শুধু বইয়ের পাতায় আর স্লোগান এর মধ্যে থাকলে তা হবে অর্থহীন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি'কে বাস্তব কর্মকান্ড'এর মধ্য দিয়ে 'মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা', নতূন প্রজন্মের কাছে ছড়িয়ে দিতে হবে।

৬০ এর দশকের ছাত্রনেতারাই বর্তমানে দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যেমন ৫০ দশকের নেতারা দিয়েছিলেন, দেশের ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলনএ নেতৃত্ব । ৭০ এবং ৮০'র দশকের অনেক নেতাই এখন প্রথম সারির রাজনৈতিক, বিশেষত আওয়ামী লীগএর ক্ষেত্রে। লক্ষ্যকরুন, গত দুইদশকে বড় দুই ছাত্র সংগঠন, বিশেষত ছাত্রলীগ, তেমন কোন প্রতিভাবান বা উজ্জল নেতৃত্বের জন্ম দিতে ব্যার্থ হয়েছে। তাই আরো লক্ষ করুন, বর্তমান আওয়ামী লীগের ভবিষ্যত নেতৃত্বের প্রধান উৎস হচ্ছে আওয়ামী লীগের পরিবার!! থানা, জেলা এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এই পারিবারিক ধারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে প্রতিদিন। আওয়ামী লীগের বাকি নেতৃত্ব আসছে, প্রাক্তন সামরিক/বেসামরিক আমলা ও ধনী ব্যাবসায়ীদের মধ্য থেকে।

হতাশ ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ, নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যত অন্ধকার দেখে, বর্তমান গুছতেই বেশী ব্যাস্ত, এটা মনে করলে, খুউব একটা ভূল মনে করা হবে না। সরকারের প্রশ্রয়ের পরে এই হতাশাকেও আমি টেন্ডারবাজি,ভর্তিবানিজ্য ও ছাত্রাবাস দখল এর অন্যতম কারন বলে মনে করি।

ছাত্র শিবির কে ধন্যবাদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তান্ডব এর জন্য!!

ধন্যবাদ ছাত্রশিবির, ওয়ান মোর টাইম, ফর শোইং আস ইউর ট্রু কালার। শান্ত শিষ্ট, সৎ, বিনয়ী, চাঁদাবাজি তো করেই না বরং দেখলে সালাম দেয়, এটাই হচ্ছে সাধারন ছাত্রশিবির নেতা-কর্মীদের প্রোফাইল! যখন বিশ্ববিদ্যালয়'এর সাধারন ছাত্ররা ও তার আশেপাশের সাধারন মানুষ, দোকানদার, ব্যাবসায়ীরা, পালাক্রমে বড় দুই ছাত্র সংগঠনের অত্যাচারে অতিষ্ট, তখন তাদের তূলনায় সৎ, বিনয়ী, চাঁদাবাজি করে না, ছাত্রশিবিরের এমন সব কর্মীদের আদর্শ ছাত্র বলে মনে হয়, তাদের ব্যাক্তিগত গ্রহনযোগ্যতা অনেক বেশী হয়ে উঠে। তাই আমারা দেখতে পাই, যখন ছাত্রশিবির, চট্টগ্রাম বা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তান্ডব চালায়, তখন এলাকাবাসীর সমর্থন শিবিরের দিকেই থাকে।

স্বাধীনতা'র পূর্বে সকল প্রগতিশীল ছাত্র নেতারাই ছিল শুধু সৎ, বিনয়ী এবং একই সঙ্গে আদর্শবাদী ও দেশপ্রেমিক। তাই আমরা দেখতে পাই, সব সময় জনতা, ছাত্রদের ডাকে সাড়া দিত, আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়তো। যেমনটি হয়েছিল ৫২ এবং ৬৯ এ। এরশাদ বিরোধী গন অভূথ্যান'এ, দেরীতে হলেও (ডাঃ মিলন হত্যার পর), সাধারন মানুষ সম্পৃক্ত হয়েছিল, কারন তখন পর্যন্ত সাধারন মানুষের কাছে ছাত্রনেতৃবৃন্দের গ্রহনযোগ্যতা আগের মতো না হলেও, অন্তত কিছুটা গ্রহনযোগ্যতা ছিল।

মুখে যতই আদর্শ ও দেশপ্রেমের কথা বলা হউক না কেন, যদি ব্যাক্তি জীবনে সৎ ও চরিত্রবান না হয়, তবে সেই নেতৃত্ব কখনোই সাধারন মানুষের কাছে সত্যিকার অর্থে গ্রহন যোগ্য হতে পারে না। আর মাস্তান চাঁদাবাজ' নেতারা তো নয়ই। মাস্তান চাঁদাবাজ' নেতার তূলনায় 'যে কোন আদর্শের, এমনকি শিবিরের'ও(!),বাহ্যিকভাবে সৎ ও চরিত্রবান নেতৃত্ব, সাধারন মানুষের কাছে অনেক বেশী গ্রহন যোগ্য বলে মনে হবে। এটাই সত্যি, এটাই বাস্তবতা।

আবারো ধন্যবাদ, ছাত্রশিবির, আমাদের প্রধান ছাত্র সংগঠনদের দুর্বলতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। ছাত্রশিবির, বড় দুই ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বের ও সাংগঠনিক দূর্বলতা'র সূযোগ, পরিকল্পিতভাবে সম্পূর্ন কাজে লাগিয়েছে এবং এখনো লাগাচ্ছে, চট্টগ্রাম বা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আরো অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। চট্টগ্রাম বা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতা কর্মী দের হাত পা'এর রগ কাটা, কব্জি কেটে চিরতরে পঙ্গু করে দেওয়া থেকে শুরু করে খুন করা, গত ৩৫ বছর ধরে ছাত্রশিবিরের 'রুটিন ওয়ার্ক' এর মধ্যে পড়ে।

গত দুই দশকে, যখন অন্য ছাত্রসংগঠন গুলি চাঁদাবাজ নেতৃত্ব ও কোন্দলের কারনে দূর্বল থেকে দূর্বলতর হয়ে পড়ছে, তখন ছাত্রশিবির সাংগঠনিকভাবে আরো অনেক বেশী শক্তিশালী হয়েছে। তার প্রমান স্বরূপ আমরা দেখতে পাই, আওয়ামী লীগের প্রথম টার্মে, ছাত্রশিবির, ৯ জন ছাত্রলীগ কর্মীকে দিনে দুপুরে চট্টগ্রামে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করার মতো সাহস ও ক্ষমতা রাখে! তাই শুনতে খারাপ হলেও সত্য এই যে, ঢাকা শহরের বিশ্ববিদ্যালয় গুলি বাদে, অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়'এ ছাত্র শিবির'কে একক ভাবে মোকাবিলা করা কোন ছাত্র সংগঠনের পক্ষে সম্ভব নয়।

আওয়ামী লীগ সরকার ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন বা ওয়েক আপ কলঃ

ছোট বেলায় যেমন নরখাদক বাঘ ও বিড়াল'কে দেখতে একই রকম লাগলেও, সময় হলে নরখাদক বাঘ তার স্বমূর্তি ধারন করবেই। আমরা তাই দেখি গত তিনদশক ছাত্র শিবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বা গত দুই দশক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তার স্বমূর্তি ধারন করেছে। নরখাদক

বাঘ যেমন বেপরোয়া হতে হতে এক পর্যায়ে বন জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে হানা দেয়, ছাত্র শিবির'ও ঠিক তেমনি বেপরোয়া হতে হতে এখন, এমনকি, আওয়ামী লীগ সরকার আমলেও(!) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আর একবার তার হিংস্র রূপ দেখিয়েছে।

শান্ত শিষ্ট, সৎ, বিনয়ী, চাঁদাবাজি করে না, বিড়ালের বাচ্চা'র মতো সুবোধ জামাত-ছাত্রশিবির, যে সূযোগ পেলে বা সাংগঠনিক ভাবে বড় হয়ে ৭১ এর ঘাতক জামাত'এ পরিনত হবে, এটা শুধুমাত্র সূযোগ ও সময়ের ব্যাপার। নরখাদক বাঘ এর সাথে শিবির-জামাত এর তূলনা বার বার দিতে বাধ্য হচ্ছি কারন শিবির-জামাত নরখাদক বাঘ'এর মতই 'এফিশিয়েন্ট কিলিং মেশিন'।

যেমন ধরুন পরাজয়ের পূর্ব মূহুর্তে, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১, মাত্র কয়েক ঘন্টার মদ্ধেই এর নির্মম ভাবে হত্যা করে শতাধিক বুদ্ধিজীবিকে। ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হওয়ার পূর্ব মূহূর্তে, ১৯৭৫ এর ৩রা নভেম্বর ভোর রাতে, মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে, সেনাবাহিনীতে থাকা এদের সমর্থকরা সেন্ট্রাল জেলে ঢুকে হত্যা করে জাতীয় চার নেতাকে! ১৯৭৫ এর ৭ নভেম্বর সকালে, যখন সিপাহী অভ্যূত্থানের নায়ক কর্নেল তাহের এলিফেন্ট রোড ও শাহবাগ রেডিও অফিস'এ এবং জিয়াউর রহমান, ৮ম বেঙ্গল এর হেডকোয়ার্টার'এ ব্যাস্ত, ঠিক সেই সময়ে সেনাবাহিনীতে থাকা এদের সমর্থকরা, শেরে বাংলা নগরে অবস্থানরত তিন বীর মুক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশাররফ, নাজমুল এবং হায়দার'কে হত্যা করে। অন্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু ওসমান চৌধুরী'কে গুলশানের বাসায় না পেয়ে তার স্ত্রীকে হত্যা করে! এই সব হত্যাকান্ড প্রমান করে আওয়ামী লীগ বা বি এন পি'র তূলনায়, শিবির-জামাত কতো বেশী সংগঠিত, এফিশিয়েন্ট (শুধুমাত্র বংগবন্ধু হত্যার বিচার বাস্তবায়ন করতেই আওয়ামী লীগের কয়েক দশক লেগেছে) এবং একই সাথে, নির্মম ও নির্দয়!

তাই, প্রথমত, জামাতের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সাথে সাথে, তাদের ছাত্র সংগঠন, ছাত্রশিবিরের এই ভন্ড ও খুনী চরিত্র উন্মোচন করতে হবে। এই জন্য দরকার, সব প্রচার মাধ্যমের মধ্যে সমন্বয়। সাধারন জনগন'এর মধ্যে জামাত শিবিরএর অতীত ও বর্তমান কর্মকান্ড সম্পর্কে 'এফেক্টিভ' প্রচার চালাতে হবে। বরিশাল পলিটেকনিক এর ঘটনা'র মত, ছাত্রশিবির এর নৃশংসতা'র ভিডি ও করা এবং সমস্ত মিডিয়া'য় প্রচারের মাধ্যমে তাদের চরিত্র উন্মোচন করতে হবে। এইসব ধর্মান্ধদের সম্পর্কে ভয় ও ঘৃনা জিইয়ে রাখতে হবে। তাদেরকে সামাজিক ভাবে একঘরে করতে হবে। এবং আরো অনেক বেশী সাবধান থাকতে হবে দাউদ হায়দার ও তসলীমা নাসরিন এর মতো লেখকদের সম্পর্কে, যারা সম্পূর্ন অকারনে মানুষের ধর্মানূভূতিতে আঘাত করে এবং জামাত-শিবিরের রাস্তায় নামার সহজ ইস্যু তৈরী করে দেয়।

দ্বিতীয়ত, ছাত্ররাজনীতিতে সুস্থ ধারা প্রবর্তন করার দায়িত্ব, এখন আওয়ামী লীগের কাঁধে। এতে করে সল্পমেয়াদে, আওয়ামী লীগ, আপাতত সুনাম না হউক, অন্তত দূর্নাম থেকে মুক্তি পাবে এবং দীর্ঘমেয়াদে, ভবিষ্যতে দলে আদর্শবান ও ত্যাগী নেতৃত্বের উৎস তৈরী হবে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের এই মুহূর্তে আদর্শবান ও ত্যাগী নেতৃত্বের তেমন প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও আওয়ামী লীগের ভুললে চলবে না যে, ৭৫ থেকে ৯৬ এর ২১ বছর, এই আদর্শবাদী ও ত্যাগী নেতৃত্ব'ই আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। ভবিষ্যতে জামাত-শিবিরের বিরূদ্ধে এইধরনের আদর্শবান ও ত্যাগী নেতৃত্বের আবার ও প্রয়োজন হবে।

পাদটিকাঃ ৭৫ এর পরবর্তী সময়ে কাদের সিদ্দিকী'র সশস্ত্র প্রতিবাদের কথা সবাই জানলেও, অনেকেই হয়তো জ়ানেন না যে, ততকালীন ঢাকা শহর ছাত্রলীগের সভাপতি মাহফুজ বাবু, সম্পাদক সৈয়দ নুরু সহ কয়েকশত ত্যাগী নেতা কর্মী সশস্ত্র প্রতিবাদে প্রান দিয়েছিলেন।

নাজমুল আহসান শেখ, প্রকৌশলী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, ১৬ মে, ২০১০, সিডনী